স্পট : কমলাপুর স্টেশন

এক টোকাই

লিখেছেন **নোমান মোহাম্মদ** ছবি: **আনোয়ার মজুমদার**

ভোর ৫.৩০ : প্লাটফরমের চারপাশে ঘুমন্ত মানুষের সারি। স্টেশনের কর্মচাঞ্চল্য ফিরে আসতে এখনও ঘন্টা দু'য়েক বাকি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ সময় প্লাটফরম ছেড়ে দিতে হয় ভাসমান শিশুদের। এদেরকে টোকাই নামেই সবাই ডাকে, এই নামেই পরিচিত হয়। ঘুম ভাঙতে দেরি হলেই এদের খেতে হয় লাঠির বাড়ি। পুলিশ অন্য কুলিদের ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়লেও সুযোগ পেলেই এদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওরা এতে অভ্যস্ত। এমন কোনো গালি বাকি রাখে না যা ওরা পুলিশকে দেয় না। পুলিশও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ভুল করে না। কয়েকদিন আগে দেরিতে ঘুম ভাঙার অপরাধে মিলনের হাতে পড়ে পুলিশের লাঠির বাড়ি। মিলনের ভাষায়, 'দেখেন ঠোলা পিডাইয়া এই হাত ভাইঙা দিছে। মনে করে স্টেশন ওর বাপের। দেখলেই পিডাইতে চায়।' ছিন্নমূল শিশু। কমলাপুর স্টেশনই তাদের ঠিকানা। এদের বেশিরভাগই এসেছে বাড়ি পালিয়ে। এই স্টেশন থেকে সারাদিন ছুটোছুটি করে যা পায় তা দিয়েই পেট ভরানোর চেষ্টা করে। যেদিন আয় হয় না সেদিন না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। দেখারও কেউ নেই, বলারও কেউ নেই। স্টেশনে এখন এমনই কয়েকজন ঘুরছে। মুখে পানি ছিটিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। এদের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত টোকাইয়ের খোঁজে আমরা এই স্টেশনে। কেউবা দলবদ্ধভাবে আবার কেউ একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছে।

৭.০০ : স্টেশন সংলগ্ন একটি খাবার দোকান। চারদিকে বেড়া আর ছালা দিয়ে ঘেরা। এখানে বসে ভাত খাচ্ছে এক টোকাই। সে খাচ্ছে বাকিতে। বাকিতে ভাত পেয়ে একটু বেশি খেয়ে নিচ্ছে। রাতে পেটে তেমন কিছু পড়েনি। টাকা না থাকলে প্রায়শই মিলন এই হোটেলে খায়। বাকিতে কেন- এ প্রশ্ন করতেই মিলন বিরক্ত মুখে বলে উঠলো, 'আপনে কেডা। বাকিতে খাই। মাগনা না। টাকা মাইরা দেওনের পোলা

পাগলীকে ক্ষেপিয়ে বিনোদন খুঁজছে ওরা

আমরা না। দুইডা বোঝা টাইনাই ট্যাকা দিয়া যামু।' আকর্ষণীয় চরিত্র মনে হলো। পিছু নিলাম তার।

৮.০০ : পুরো নাম মোঃ মিলন। গ্রামের বাড়ি মুন্সীগঞ্জ। বাবা আগে কসাইয়ের কাজ করতো। এখন রিকশা চালায়। বিয়ে করেছে দুটো। মিলনের মা থাকে মুন্সীগঞ্জে। সৎ মা থাকে বাবার সঙ্গে নারায়ণগঞ্জে। মিলন ঢাকা এসেছে মায়ের সঙ্গে রাগ করে। সে বলে, 'যেইহানেই যাই, খালি মারে। আসল মা, হৎ মা দুইজনেই মারে। এল্লেইগা বাইত থিকা পলাইছি। এহন ভালা আছি। স্বাধীন ব্যবসায় আছি।'

মিলনের ঢাকার অভিজ্ঞতা এক বছরের ওপরে। টাকা পয়সা হাতে আসলে বাড়ির দিকে যায়। প্রতিবারই বাড়িতে গেলে গার্মেন্টসের কাজে ঢুকিয়ে দিতে চায় তারা। প্রতিবারই সে পালিয়ে আসে। আবার ফিরে আসে কমলাপুর স্টেশনে।

৯.০০ : 'ওই মুক্তার, ওই হান্নাইন্না- খাড়া'- মিলনের চিৎকারে দূরে দাঁড়িয়ে পড়লো এরা দু'জন। মিলনের বয়সী ওরা। মিলনের স্টেশনের বন্ধু। এদের মধ্যে মিলনের একটা নেতা নেতা ভাব আছে। বন্ধুদের পেয়ে মিলন মেঝেতে বসে গল্প জুড়ে দিল। জুড়ে দিলো আড্ডা। হান্নানের বাম চোখের কোনাটাও বেশ ফোলা। কারণ জানালো নিজেই। 'পরশুদিন কোন মন্ত্রী জানি আইছিলো। পুলিশ তো দিছে দৌড়ানি। আমি হালায় গিরিল টপকাইতে গিয়া পুলিশরে দিলাম গালি। অয় আর কি করবো? আমারে তো দৌড়াইয়া ধরতে পারবো না। দিছে পাথর ছুইড়া। ওইডাতেই চোখের কানশা কাইট্যা গেছে।'

হঠাৎ তিনজনেই দিলো দৌড়। এক দৌড়ে একেবারে স্টেশনের ভেতরে। পেছনে ছুটে দেখা গেলো, একটা ট্রেন এসে পৌঁছেছে। ট্রেন আসলে ওদের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। যাত্রীদের কাছ থেকে বোঝা নিতে চায় নিজের কাঁধে। খুশি হয়ে যে যা দেয় তাই নিয়ে চলে আসে আবার। মিলন একের পর এক ট্রেনের বগি দৌড়াচ্ছে। হান্নান, মুক্তার কোন দিকে যেন হারিয়ে গেলো। মিলন একটা বোঝা মাথায় করে নিয়ে আসছে। বেশ ভারী ব্যাগটি। বোঝা টানার পরে পারিশ্রমিক হিসাবে জুটলো ৮ টাকা। এই কয়েকটি টাকা তার মুখে দিয়েছে হাসি। সকালে খাওয়া নাস্তার বিল পরিশোধ করতে সে দৌড়ে এলো খাবার দোকানে।

ওদের ভেতরও আছে গ্রুপিং

বোঝা টানার প্রবল আকুতি মিলনের

বাকীতে ভাত খাচ্ছে মিলন

১০.৩০ : আবারো মিলনদের দৌড়। ওরা এক জায়গায় স্থির বসে থাকতে পারে না। সব সময় দৌড়াদৌড়ি, ঝাঁপাঝাঁপি আর চাঞ্চল্য। 'মুরগি চোর, মুরগি চোর' চিৎকারে মিলন, মুক্তার, হান্নান ছুটে যাচ্ছে। তাদের পিছু নিলো স্টেশনের আরো দুই তিনজন টোকাই। এক পাগলীকে দেখে তাদের এই উল্লাস। সবাই ক্ষেপাচ্ছে এই পাগলীকে। পাগলীর হাতের বল কেড়ে নিয়ে একজন আরেকজনকে দিচ্ছে। বলের জন্য পাগলী চিৎকার করে কাঁদছে। 'তোরা মরবি খানকির পুত, তোগো কুষ্ঠ হইবো'- অভিশাপ দিচ্ছে এই বলে। টিকেট কাউন্টারের সামনে পাগলী আর টোকাইয়ের চেঁচামেচিতে বিরক্ত কয়েকজন যাত্রী ও কুলি। 'ঐ পাগলীকে ছাড়, ছাড়'- বলে কয়েকজন কুলি আর পুলিশ এসে টোকাইদের ধাওয়া করে সরিয়ে দিলো।

১১.৩০ : কাউন্টার ছেড়ে সিএনজি স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ালো মিলনরা। উদ্দেশ্য যাত্রীদের ব্যাগ। 'আফা ব্যাগটা দেন না। দুই টাহা দিয়েন'- বলে মিলন যাত্রীর কাছে ব্যাগ চাইছে। মুক্তার ডাক দিলো মিলনকে। এবার ওরা পেয়েছে এক হিজড়াকে। নিজেদের ভেতর বুদ্ধি করছে কিভাবে তাকে ক্ষেপানো যায়। 'আয়, ওর চাইরপাশে ঘুইরা হাতে তালি দেই'- মিলনের এ প্রস্তাবে সবাই একমত। কথা মতো কাজ। 'ধরতে পারলে মাইরা ফালামু'- হিজড়ার এই হুঙ্কারেও ওরা বিচলিত নয়। আশপাশের লোক দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। আমাদের ফটোগ্রাফার যখন ছবি তুলতে গেলো, তখন হিজড়া শান্ত। পোজ দিলো ছবির জন্য। সেটা দেখে এক

'বড়লোক মাইনসের চেয়ে কুত্তা অনেক ভালো'

পথচারীর মন্তব্য, 'ইস্, যেন ম্যাডোনা আইছে।'

১২.০০ : আবারো ট্রেন এসেছে। আবারো ব্যস্ত মিলনরা। আড্ডা ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে ছুটলো সবাই। দশাসই শরীরের এক লোকের ব্যাগ বহন করতে চাইলো মিলন। ঝাড়ি মেরে তাকে তাড়িয়ে দিলো। 'ধুর শালা, খেকসি মারস ক্যান? ব্যাগ না দিলে না দিবি। শালা, ছোডলোকের পুত'- গালি দিয়ে দূরে সরে গেলো মিলন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে গেলো আরেক যাত্রীর বোঝা। বোঝা নামিয়ে এসে আকুতি জানালো আমাদের ফটোগ্রাফারের কাছে, 'ভাই, আমারে ছবিডা দিয়েন।' কেন, জিজ্ঞেস করতেই ঝট্‌পট্ উত্তর, 'মা-য় কয় আমি বলে ঢাকা শহরে ভিক্ষা করি। এই ছবি দেহাইয়া কইতে পারুম, আমি গতর খাইটা খাই।'

১২.৩০ : 'খিদা লাগছে, ল খাইয়া আহি।'- মিলনের এই আহ্বানে তার সঙ্গে মুক্তার এবং হান্নানও খেতে চললো। সেই আগের দোকান, সেই আগের খাওয়া। ভাত, আলু ভর্তা, ডাল। এবার কিন্তু আর বাকি না। নগদ টাকায় খাচ্ছে তারা।

কথা হলো দোকানের মালিক, মাঝবয়েসী এক মহিলার সঙ্গে। নাম জিজ্ঞেস করতেই বললো, 'আমার নাম ভাত খাই, ভাত বেচি।'

: এটা কেমন নাম হলো?

- এইডাই আমার নাম, এইডাই আমার ব্যবসা।

: এ রকম কতোজন মিলন প্রতিদিন আপনার দোকানে খায়?

- বেশি না, ৭/৮ জন। বাকি কাস্টমার সব রিকশার ডাইভার, ইস্টিশনের কুলি।

: মিলন নাকি সকালে বাকি খেয়েছে?

- কি করমু? ট্যাকা না থাকলে কি পেডে পাড়া দিয়া ট্যাকা নিমু? ওয় তো কয়দিন ধইরা আমার দোকানেই ঘুমায়।

'ভাত খাই ভাত বেচি' হোটেলে মিলনরা

মিলনকে জিজ্ঞেস করতেই জানা গেলো এর সত্যতা। 'ঠোলা কাইলকা মাইরা হাত ভাইঙ্গা ফালাইছে। ইস্টিশনে ঘুমাইলে আবারো মারবো। তাই বুয়ার দোকানে আছি।'

এমন সময় দোকানে একজন লোক ঢুকলো। এসেই চিৎকার জুড়ে দিলো, 'My name খলিল। মবিন my মামা। লন্ডন থাকে। যাওয়ার আগে আমারে সালাম দিছে। আপনাগোরেও সালাম।' লোকটি কে, জানতে চাইলে মিলনের উত্তর, 'হালায় নিশাখোর। হারা দিন প্যাথারিন লয়। গাঞ্জা খায়। একটানে কলকি ফাডাইয়া ফালায়। ইল্ বাবা মতিঝিল।' নিখুঁত ভঙ্গিতে গাঁজার কলকিতে টান দেবার অভিনয় করে দেখলো মিলন। মনে হলো সে গাঁজার সঙ্গে পরিচিত।

: তুমি গাঁজা খাও?

- মিছা কতা কমু না ভাই, মাঝেমইধ্যে খাই। ১০ টাকার পুরিয়া কিন্না খাই।

: পুরিয়া কোথায় পাও?

- এইডা কি কইলেন? আপনে এইহানে টাকা লইয়া খাড়ান। দেখবেন পুরিয়া, ডাইল আপনের হাতে।

: সিগারেট?

- এইডা ভাই খাই। বেশি ট্যাকা লাগে না তো। তয় ট্যাকা বাঁচানের লাইগা বিড়ি কুনোসময় কিন্তু খাই না।

: এখন সিগারেট খাবে?

- না, আপনাগো সামনে খামু না। বেয়াদবি হইবো।

১.৩০ : 'লালী, কালী'- চিৎকার জুড়লো মিলন। দৌড়ে ছুটে এলো এক কুকুর। জানা গেলো ওর নাম লালী। 'ওর গায়ের রং লাল তো, তাই ওর নাম লালী। আর ওই যে দূরে কালা রঙের কুত্তা, ওর নাম কালী। আমগো বন্ধু।' কুকুর দুটো সব সময় ওদের সঙ্গে থাকে। অনেক সময় রাতেও একসঙ্গে ঘুমায়। লালীকে জড়িয়ে ধরে ওরা যেভাবে খেলছিলো, তাতে সেটা খুবই সম্ভব মনে হচ্ছিলো। 'ভাই, অনেক সময় আমরা না খাইয়া লালী, কালীরে খাওয়াই। আমরা টেরেনে কোনহানে গেলে ওরা টেরেনের লগে দৌড়ায়। বড়লোক মাইনসের চেয়ে কুত্তা অনেক ভালা।'

এই বয়সেই মাদক গ্রাস করছে ওদের

দুঃসাহসী রেল ভ্রমণ

সাপ্তাহিক ২০০০-এ রনবী'র কার্টুন এক টোকাইকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কুকুরের সঙ্গে তার এতো ভাব কেন? উত্তরে সে বলে, 'একমাত্র ওরাই আমগোরে মানুষ বইলা মনে করে।' লালী, কালীকে নিয়ে মিলনের কথায় কার্টুনটির সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়।

২.০০ : অন্য আরেক টোকাই আলামিনকে আসতে দেখেই ক্ষেপে উঠলো হান্নান- 'কিরে তুই বলে কাইল মিলন্‌নাইর ঘাড়ে কামড় দিছস্‌। ওরে আবার মারলে তোরে এমন ঘুষি মারমু যে, ছি... কইরা মুইতা দিবি।' ঝগড়ার এক পর্যায়ে সবাই দৌড় লাগালো, 'জয়ন্তিকা ধরতে হইবো' বলে। চলন্ত ট্রেনে ওরা সবাই লাফ দিয়ে উঠে গেল। আমাদের দিকে তাকিয়ে মিলন ডাকছে। 'ঐ মিয়া দৌড় মারেন। এত ভয় পান ক্যা?' চলন্ত টেনে আমাদেরও উঠতে বলে মিলন। ওদের মতো এত সাহস আমাদের নেই। জয়ন্তিকা সিলেট যাচ্ছে। ওরা কি সিলেট যাবে নাকি? ওদের হারিয়ে ফেললে তো আর ২৪ ঘন্টা হবে না। উপায়ন্তর না দেখে আমরাও ওদের পথ অনুসরণ করলাম। ওরা ট্রেনের বগিতে এখন আর নেই। ছাদে সবাই। ছাদে ওঠার মতো দক্ষতা কিংবা সাহস কোনোটাই আমাদের নেই। কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো ওরাও ট্রেনের বগিতে নেমে এলো। অপূর্ব দক্ষতায় চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে বগিতে নেমে এসেছে। গা শিউরে উঠলো ওদের কান্ডকারখানা দেখে। কি যে ফুর্তি ওদের মধ্যে! এক হাতে হ্যান্ডেলটি ধরে হাওয়ায় ভাসছে মিলন। দাঁত বের করে হাসছে। 'ওরা হইলো বিচ্ছু। এইসব ট্রেনিং ওদের আছে।'- নিয়মিত এক যাত্রীর মন্তব্য।

২.১০ : মহাখালী মোড়কে পেছনে ফেলে ট্রেন ছুটে চলছে। মিলনের কাছে জানতে চাইলাম, কোথায় যাচ্ছ তোমরা? মিলন মিটি মিটি হাসছে। ওর চোখে মুখে রহস্য। বিমানবন্দরের কাছাকাছি ট্রেন লাইনের কাজ চলছে। এখানে ট্রেন একটু আস্তে চলে। টপাটপ করে তিন টোকাই ট্রেন থেকে নেমে গেলো। বাধ্য হয়ে ঝুঁকি নিয়ে নামতে হলো আমাদেরও। জায়গাটা উত্তরা পেরিয়ে বনরূপা আবাসিক প্রকল্পের একটি অংশ। এখানেই একটি পুকুরে গোসল করতে এসেছে ওরা। দলে এখনো তিনজন। হান্নান আসেনি, এসেছে আলামিন। তিনজন পুরো ন্যাংটা হয়ে ঝপাং করে নেমে গেলো পানিতে। কুংফু-কারাতি পোজে কিছুক্ষণ মারামারি করলো। বরফ-পানি নামে বিচিত্র খেলা খেললো। একজন আরেক জনের মাথা ধরে পানিতে চুবাচ্ছে। সেকি আনন্দ! প্রায় আধ ঘন্টা পানিতে দাপাদাপি করে ভোঁ দৌড়। হুইসেল শোনা যাচ্ছে ট্রেনের। ন্যাংটা শরীরে প্যান্ট হাতে নিয়েই লাফিয়ে উঠে গেলো ট্রেনের ছাদে। উঠতে হলো আমাদেরও। বিনা টিকেটে রেল ভ্রমণ আর কি!

৩.০০ : 'ওই চল্‌, কেলাবে যাই।'

: এহন যাইয়া কি হইবো, খাওয়া তো শ্যাষ।

- দেহি না যদি কিছু পাওয়া যায়।

মিলন, মুক্তার, আলামিন রওনা দিলো 'কেলাবে'। স্টেশন ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা দক্ষিণে 'ছিন্নমূল শিশু কিশোর সংস্থা'-ই ওদের 'কেলাব'। খাওয়া শেষ। ওরা বসে পড়লো টিভি দেখতে।

এই সংস্থাটির ইনচার্জে আছেন মহিউদ্দিন

অবসরে ১৬ গুটি খেলছে মিলন

নামে এক ব্যক্তি। সে জানালো, শিশুদের পড়ালেখা ও বিভিন্ন কাজের ট্রেনিং এখানে দেয়া হয়। এছাড়া শিশুদের বিনোদনের জন্য টিভির ব্যবস্থাও রয়েছে।

'ভাই, ওই ব্যাডা কইলো না যে, ওর নাম মহিউদ্দিন, এইডা মিছা কতা। ওর আসল নাম মিলন। আমার নামে নাম। শালা ভন্ড।'

৪.০০ : 'ওই মিলইন্না, এদিক আয়।' ৬/৭ বছরের একটি শিশু খুঁড়িয়ে এগিয়ে আসছে। ওর নামও মিলন। ছোট মিলন নামে স্টেশনে পরিচিত। মিলন ওকে দেখিয়ে বললো, 'ওয় না, দুই দিন আগে টেরেনের ছাদ থিকা পইরা গেছিলো।'

ছোট মিলনের পুরো শরীরে দগদগে ঘা। ট্রেনের ছাদে উঠেছিল। গাছের বাড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। জানা গেলো, এই ছোট মিলন নিয়মিত গাঁজা খায়। 'আমি ট্যাবলেটও খাই'- জানতে চাইলে ছোট মিলনের স্বীকারোক্তি।

- কেন?

: খাইলে নিশা হয়। শইলডা খুব হালকা লাগে। সবাইরে মারতে মন চায়। আবার কেউ মারলে ব্যথাও লাগে না। হেভি ফিলিংস।

ছোট মিলন আসার পর মিলনদের গ্রুপটার ভেতর চাঞ্চল্য দেখা দিলো। চোখের পলকে উধাও হয়ে গেলো আমাদের সামনে থেকে। কিছুক্ষণ পর ওদের খুঁজে পাওয়া গেলো স্টেশনের পেছনে। মিলন, ছোট মিলন আর আলামিন। তিনজন সিগারেট ফুঁকছে। আমাদের দেখেই ফেলে দিলো।

: লুকিয়ে সিগারেট খাও কেন?

- কি করমু, ইস্টিশনের কুলিরা ধইরা মারে। আর ঠোলা, ...পোলারা তো আছেই। ওরা দেখলে ধইরা এমন ছ্যাচা দেয়! দুই দিন বিছানায় থাওন লাগে।

: সিগারেট, গাঁজা কেন খাও?

- মনের দুঃখে।

: মনে কিসের দুঃখ?

- আছে ভাই অনেক দুঃখ। হেইডা আফনেরা বুঝবেন না। নিজের বাইত্তে যাইতে পারি না এইডা কি কম দুঃখ?

৪.৩০ : ফটোগ্রাফারের মোবাইলে ফোন আসলো। মিলন আবদার ধরলো কথা বলার। 'ভাই মোবাইলে জেবনেও কতা কই নাই। হগলতেরেই দেহি মোবাইলে কতা কইতে। দেন না।' মোবাইল দেয়া হলো তাকে।

: সালামালাইকুম। আমি মিলন। আফনে কে?

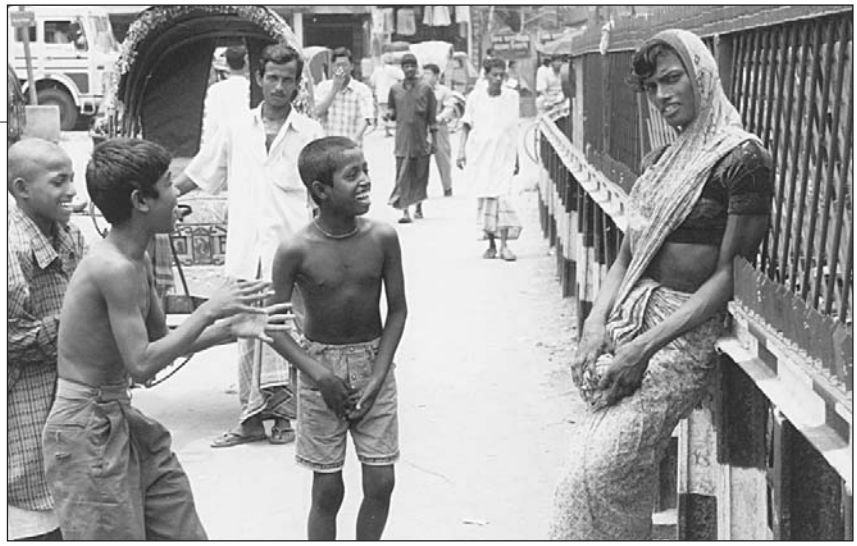

: যার ফোন আমি তার বান্ধবী।

: ও বউ, I love you.

ওর কথা শুনে সবাই হাসিতে গড়াগড়ি খাওয়ার অবস্থা। ওদিকে তুমুল উল্লসিত মিলন। 'ভাই, কি যে ভালা লাগতাছে। জেবনে পরথমবার টেলিফোনে কতা কইলাম। আমার টাহা হইলে মোবাইল কিনুম একটা। হগলতের লগে কতা কমু মোবাইলে। হান্নান, মুক্তার ওগোরেও কিইনা দিমু।'

৫.০০ : আবার ট্রেন এলো। আবার সরগরম স্টেশন। মিলন ছুটলো বোঝা টানতে। ফেরার সময় ওকে দেখা গেলো সমবয়সী একজন মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে।

: ওই মেয়েটি কে?

- ওর নাম মালা।

: ও কি তোমার বান্ধবী?

- আরে না, ওয় আমার বোইন। জানেন, ওরে না তিনডা পোলা ভালোবাসে।

: তুমি কাউকে ভালোবাসো না?

- নাহ্। তয় ইস্টিশনে যহন পরথম আহি, তহন একটা মাইয়ারে দেখছিলাম। মাইয়াডা ওর বাপের লগে সিলেট যাইতাছিলো। ওরে পাইলে ভালোবাসতাম।

: আর কাউকে?

- নারায়ণগঞ্জে যহন কাগজ টোকাইতাম, তহন একটা মাইয়া ভাব করতে চাইছিলো। আমারে দেখলে ডাকতো। ওরে পাইলেও ভাব করা যাইতো।

: আর কেউ?

- পূর্ণিমা।

: সিনেমার নায়িকা?

- হ্। আমি বাড়ি গেলে আশা হলে ছবি দেহি। ওরেও ভালোবাসা যায়। তয় ইস্টিশনের কোনো মাইয়ার লগে পিরিত করমু না। ওরা খারাপ।

ছবির জন্য পোজ দিয়েছে 'ম্যাডোনা'

: তোমাদের অন্য কারো বান্ধবী আছে?

- ভাই আমি সত্যি কতা কই। আমার কোনো বান্ধবী নাই। তয় মুক্তারের বান্ধবী আছে। নাম উপমা। ওই মাইয়া আমারে নিজ হাতে মিষ্টি খাওয়াইছে। আমি ওরে একবার চুম্মা দিতে গেছিলাম। আমারে কইছে, 'দুষ্ট ছেলে, দিমু পিট্টি।'

একাকী সবাই, আবার প্রয়োজনে দলবদ্ধও হয় ওরা

আলামিন জানালো দেশে তারও বান্ধবী আছে।

: ও আমারে খুব পেরেম করে। মা আমারে একবার বাসা থিকা বাইর কইরা দিছিলো। ওয় দুইদিন আমারে লুকাইয়া ভাত আইনা দিছিলো।

- ওকে তুমি বিয়ে করবে?

: বিয়া করমু না মানে?

চেঁচিয়ে উঠলো মিলন, 'দেহিস্, বিয়া তো করবি। আবার বাসর রাইতে চিকা মারতে গিয়া চিকা কান্দাইয়া দিস্ না।

৬.০০ : মিলন, আরিফ, মনির, মোস্তফা, আলামিন, দুলাল, সুমন, আলম, সোহেল- সবাই এক নামে পরিচিত। টোকাই। সবাই নিজেদের ভেতর গল্প করছে, মারামারি করছে। নগ্ন একজন লোককে ক্ষেপাচ্ছে 'পাগল, পাগল' বলে। মিলন বললো, 'জানেন ভাইয়া, ইস্টিশনে না তিনজন পাগল আছে। দুইজন মুসলমান, একজন হিন্দু।

: তোমরা কিভাবে বোঝ?

- ওরা তো সব ন্যাংটা। ...দেইখাই বুঝি। আর ওই যে মাইয়াডারে দেহেন, ও-ও পাগল। ব্যাডা মাইনসের পাগল।

: মানে?

- রাইতে ওরে সব সময় বাগানে পাওয়া যায়। কুলি, গার্ড সব লাইন ধইরা বাগানে যায়।

: তোমরা দেখেছ?

রহস্যময় হাসি ওদের ঠোঁটে, 'আমরা জানি, আমরা সবই জানি।'

৭.০০ : দূরে স্টেশনে থেমে থাকা এক ট্রেনের বগি থেকে এলো একজন হিজড়া। তার পেছনে তিনজন কুলি। মিলন আমাদের বললো, 'ওই দেহেন, তিনজনে মিল্লা কাম করছে। কাম বুঝেন?' ৭/৮ বছরের এই শিশু বলে কি? সে বোঝে সবকিছুই। স্টেশনের পরিবেশই তাকে সবকিছুই বুঝিয়েছে।

ঐ হিজড়ার সঙ্গে সমজাতীয় আরো কয়েকজন দেখা গেলো। তাদের ক্ষেপাচ্ছে মিলনরা। হঠাৎ শিশুর দল উত্তেজিত। কারণ কি?

- ওয় আমগো এক বন্ধুরে ঢিলা মারছে। শালার সাহস কত্তো? ওয় কি পারবো দোস্তর এক ফোঁটা রক্তের দাম দিতে?

প্রায় ১০/১২ জন টোকাই মিলে ছেঁকে ধরেছে হিজড়াদের। ওদের তখন 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' অবস্থা।

৭.৪৫ : সব টোকাই দৌড়ে গেলো দোতলায়। স্টেশনের বাইরের অংশে এখানে টিভি আছে। সবাই গেছে আলিফ লায়লা' দেখতে। কিন্তু ঢুকতে পারছে না সবাই। 'সিস্টেম' করে যে কয়জন ঢোকা যায়। মিলন ঢুকে গেলো এভাবেই। মগ্ন হয়ে দেখতে লাগলো আলিফ লায়লা। ওদের বিনোদন বলতে এই টেলিভিশনই। যত কাজই থাকুক শুক্রবার এই সময় তারা আলিফ লায়লা

দেখবেই। কেন দেখে জিজ্ঞেস করলে মিলন বলে, 'জিন, ভূত দেহায়। ভালা লাগে। অনেক ভালা।'

৮.৩০ : আবার সবাই জড়ো হয়েছে নিচে। একজনকে দেখে চিৎকার জুড়ে দিলো মিলন- 'ওই শালারে মার। শালা হিন্দু।' উত্তরও ছিলো তৈরি- 'তোরে কে কইছে আমি হিন্দু?... বাইর কইরা দেহামু?' জানা গেলো তার নাম রবিউল। কয়েকদিন আগে এক বড় ভাইকে দিয়ে মিলন, আলামিনসহ কয়েকজনকে মার খাইয়েছে। সেজন্যই ওর ওপর সবার এতো রাগ। ওদের মধ্যেও বিভিন্ন গ্রুপ আছে। আছে এক গ্রুপের সঙ্গে অন্য গ্রুপের দ্বন্দ্ব। মিলনের গ্রুপটার দাপটই স্টেশনে বেশি। তবে ওরা কোনো মাস্তানি করে না। যাত্রীদের হয়রানি কিংবা মানুষ ঠকানোর কৌশলগুলো এখনও রপ্ত করেনি। একসঙ্গে ঘোরা, খেলাধুলা করা, চেঁচামেচি করাই তাদের কাজ।

আরেক ছিন্নমূল শিশুকে এদিকে আসতে দেখা গেলো। তাকে দেখিয়ে মিলন বললো, 'ওর কাছে 'পুইরা' পাওয়া যায়। ওর মা তো গাঞ্জা বেচে।' নাম আরিফ। কাছে এলে জিজ্ঞেস করলাম।

- সত্যিই তোমার মা গাঁজা বেচে?

: হ।

- তুমি গাঁজা খাও?

: কে কইলো আপনেরে?

- ওই যে ওরা সবাই বললো।

: শোনেন স্যার, গু খায় সব মাছেই। কিন্তু নাম পড়ে কোন মাছের, জানেন? ঘাউরা মাছ। আমি হইলাম ঘাউরা মাছ।

- তার মানে ওরা সবাই গাঁজা খায়?

: এই হানে কোন... পুত একদিনও গাঞ্জা খায় নাই জিগান?

জিজ্ঞেস করলে সবার নির্বাক মুখই দেখতে হলো। ১০/১২ জন ৭/৮ বছর বয়সী শিশু। এরা সবাই মাদক নেয়, বলে কি?

৯.০০ : 'দোস্ত, একটা ট্যাকা দে না। সিগারেট খামু।' ছোট মিলনের আবদারে টাকা দিলো আলামিন। মিলন সিগারেট ধরাতেই ধরা পড়ে গেলো স্টেশনের এক কুলির কাছে। সে কাছে আসতেই নিভিয়ে পিষে ফেলা হলো সিগারেট। ঝাড়ি দিয়ে চলে যেতেই আবার সেই ভাঙা টুকরোই কুড়িয়ে নিয়ে আগুন ধরালো মিলন। ফোঁড়ন কাটলো আরেকজন 'তোরা ঐ সিগারেটের পুটকিই খাবি। দেহি আমিও আরেকটা টোকাইয়া পাই নাকি?'

১০.০০ : আবার 'ভাত খাই, ভাত বেচি'র দোকানে খেতে এসেছে মিলন। সঙ্গে আলামিন আর মুক্তার। সারাদিনের রোজগারের পর খাওয়ার মেন্যুতেও এসেছে পরিবর্তন। ভাত-ডাল-আলুভর্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ডিম। ওদের ভাষায় 'বাদশাহী খানা'। মাছ-মাংস খায় না

বন্ধুদের সাথে 'বরফ -পানি' খেলছে মিলন

কতদিন জিজ্ঞেস করতে উত্তর আসে-

- অত্তো মনে নাই। কবে জানি খাইছিলাম।

: খেতে ইচ্ছা করে?

- ইচ্ছা করলেই তো আর হইবো না। ট্যাকা তো থাকন লাগবো।

টাকা যে কিছু থাকে না, তা নয়। তবে মিলন সেগুলো জমায়। অনেক টাকা যেদিন জমবে সেদিন বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখে। বাড়ি ফিরে মাকে সুখে রাখার স্বপ্ন দেখে। মায়ের মার খেয়ে ঘর ছেড়েছে। তবে '১০ মাস ১০ দিন গর্ভে ধরছে না'- সে জন্যই মা'র প্রতি কৃতজ্ঞতা ভুলতে পারে না। ভুলতে পারে না তার স্মৃতি। মায়ের কথা মনে পড়লে মিলনের মন খারাপ হয়। তখন কি করে মিলন? সে বলে, 'স্টেশনের এক কোনায় চুপচাপ বইয়া থাকি।' ট্রেন থেকে নামা কোনো মায়ের

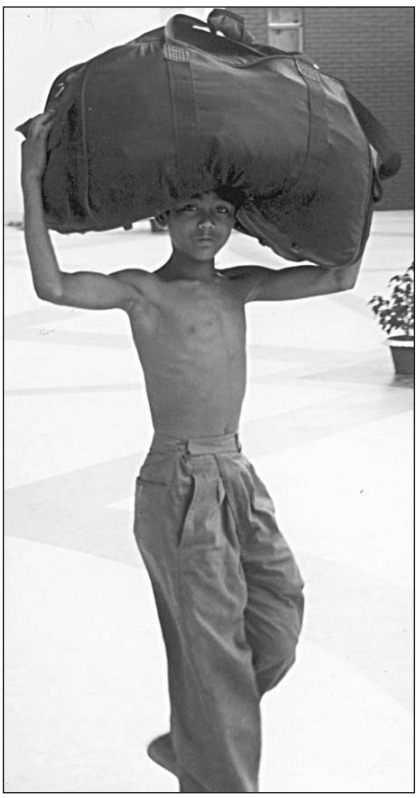

এই বয়সে বোঝা টানার কথা ছিলো না মিলনের

সন্তানের প্রতি আদর দেখে মিলনের মায়ের আদর পেতে ইচ্ছা করে। ছুটে যেতে ইচ্ছা করে তার মায়ের কাছে।

দোকানের কর্ত্রী তাদের বলে দিলো ১২টার দিকে আসতে। ঘুমোবার জন্য। দোকান থেকে বেরিয়ে স্টেশনে এলো মিলন। চট্টগ্রামের ট্রেন এখন ছাড়বে। যাত্রীরা হন হন করে আসছে। মিলন ছুটছে তাদের পেছনে। তাদের ব্যাগটি তার কাঁধে দেবার জন্য আকুতি জানায়।

১২.০০ : ঘুমাতে যাবে মিলন। সঙ্গে আলামিন আর মুক্তার। কিছুক্ষণ আগে মিলন এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে স্টেশনে। একা নয়, দলবলসহ। 'ঠোলা' বলে পুলিশকে ক্ষেপিয়েছে। আবার চলন্ত ট্রেনের ঝুলন্ত হকারের গায়ে থাপড় মেরে হেসেছে হো হো করে। লক্ষ্যহীন জীবন। যেটা একই সঙ্গে আনন্দের আবার দুঃখেরও। মিলন জানে না তার ভবিষ্যৎ কি? জানতেও চায় না। সে বোঝে বর্তমানকে। তিনবেলা পেটপুরে খাবার নিশ্চয়তা চায় সে। এখনকার জীবনে তার একটাই দুঃখ- 'মানুষ আমগোরে কাঙ্গাল কয়, টোকাই কয়। এইডাই কষ্ট লাগে। আমরা তো কাম কইরা খাই। কোনো কাম না পাইলে কাগজ টোকাই। ডাসবিন থিকা খাওয়া টোকাই। হেই দোষ কি আমগো?'

আমরা মিলনের প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি। সারাদিন একসঙ্গে থাকায় মিলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিলো। বিদায় নেবার সময় মিলনের মন খারাপ। একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল। সারাদিনের মিলনের সঙ্গে এখনকার মিলনকে মেলানো কঠিন। আমাদের খুব কাছে এসে দাঁড়ালো। নিষ্পাপ চোখে প্রশ্ন করলো, 'আপনি কি মাঝে মাঝে আইবেন না?'

স্টেশনের একপাশে মিলন একা দাঁড়িয়ে। তার চোখ ছলছল করছে। আমাদের পাও সামনে চলছে না। একটু সামনে এগোলেই মিলনও এগিয়ে আসছে।

একটু ভালোবাসার, একটু আদরের কাঙাল এই মিলনদের প্রতি আমাদের নেই সামান্যতম আবেগ। ওরা টোকাই নামে পরিচিত হয়। টোকাই নামেই বেঁচে থাকে।